অনন্তের সন্ধানে -

মমতা চৌধুরী

বুকে লয়ে কত স্বপ্ন, কত আশা, কত ভালবাসা,
বেঁধেছিল রাঁখী প্রানে, কত কথা - কত গানে,
চায়নি ত মন যেতে, বন্ধু, স্বজন, প্রিয়তম রেখে,
নিভায়ে নয়ন আলো, তবু যে যেতে হলো -
সময়ের অনন্ত প্রবাহে।।

ফুরালো সোনালী বেলা, ভেঙ্গে সব প্রাণমেলা,
কাঁদায়ে আঁখি নীরে, নীরবে গেল যে চলে –
ওপাড়ে ভাসায়ে ভেলা।
রজনীর আঁচল তলে, হীরক দ্যুতি লয়ে –
দীপ্ত তারা হয়ে, রাজে স্মৃতির স্মরণে।।

জন্মভূমির শষ্য শ্যামল, মাটি আর জলে,
বিকশিত হয়েছিল তাঁরা কত জ্ঞানে গুনে,
জীবন অন্বেষণ শেষে, তরুণ অভিযাত্রিক বেশে
নীড় বেঁধেছিল এসে
নীল সাগর ঘেরা এই রাঙ্গা মাটির দেশে।।

তারপর এই জীবনের পথে পথে,
কত বন্ধু, সজন, সহযাত্রী সঞ্চয়ে মেশে –
হাসি আর গানে গানে,
বঁধু, সন্তান আর সংসার কলতানে
কখন ‘বন্ধুর’ কখনও বা ‘জয়িত’ সময় গেছে বয়ে।।

এক বধু মাতা কন্যা ‘মৃত্তিকা’ যেন,
শান্ত তরুণ প্রান ‘বিদ্যুৎ’ ও কেন?
‘ভাষ্কর’ - জ্ঞানের আকাশে এক ধ্রুবতারা সম,
পূঁজিছিনু যারে ‘গুরুদেব’ মম,
পাড়ি দিল ওপাড়েতে মুছে ‘মাসুম’ ‘স্বপন’, সব অবদান হেন।।

আর কতো পরিচিত, প্রিয় মুখ, বন্ধু, আপনজন,
পিছে ফেলে গেল চলে নিভৃত বুকের ধন,
জানে তাঁরা বুঝি হায়, যারা পিছু রয়ে যায়,

কত কথা, কত ব্যথা বাজে তাদের স্মরনবীণায়,
ফিরে ফিরে আসে তাঁরা মোদের নিয়ত প্রার্থনায়।।

সকল বিচ্ছেদ ব্যথা মাঝে, বার বার প্রাণে বাজে,
মোদের পিতা মাতা, ঘুমিয়ে আছেন যাঁরা চির নিদ্রায়,
বাংলা মায়ের শীতল ছায়ায়,
তাঁদের আশ্রয় দিও, ওগো দয়াময়, পরম স্নেহভরে-
যেমনি লালিত হয়েছি মোরা তাঁদের অসীম মমতায়।।

সিডনী, ১৪ই মার্চ, ২০১২

সম্প্রতি আমাদের মাঝ থেকে অনেক বন্ধু সজন, বড় আপন জনেরা চলে গেলেন মহাপ্রয়াণে। শ্রদ্ধেয় খালু সায়েফ আব্দুল হক, বন্ধুবর জুলফিকার ভাইয়ের আম্মা আর চেরীব্রুক নিবাসি সাদেক ভাইয়ের জন্য আমার এই লেখা উৎসর্গকৃত।